শুভেন্দু দাশগুপ্ত

তখন যেমন
এখন তেমন

বাংলা কার্টুনে সময়ের ছবি

মনফকিরা
www.monfakira.com

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
তখন যেমন এখন তেমন
বাংলা কার্টুনে সময়ের ছবি

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১২

ISBN : 978-93-80542- 41-6

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,
ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন এবং
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২, ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in

সহায়তা : ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ফর দি আর্টস, ব্যাঙ্গালোর

গ্রন্থসজ্জা ও হরফবিন্যাস : মনফকিরা

মুদ্রণ : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১ বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

১৫০ টাকা

আমার কার্টুন কাজে
যাদের উৎসাহ

রজত গৌতম প্রবীর শক্তি হিরণদা বাসু
সন্দীপন গোপাল সুভদ্রা কেয়া

এদের সবাইকে
এই বই

মনফকিরা-প্রকাশিত

শুভেন্দু দাশগুপ্তের আরও দুটি বই

অ-উন্নয়নের ৩৫ কাহন
অ-উন্নত ৩৫টি ক্ষেত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। ১০০ টাকা

টোকাই আর রফিকুন নবী
বাংলাদেশের প্রথম সারির চিত্রকর ও কার্টুনিস্ট রফিকুন নবী বা রনবী-র সৃষ্ট কার্টুন-চরিত্র টোকাই-কে নিয়ে একটা গোটা বই, সঙ্গে অসংখ্য কার্টুন। ১৫০ টাকা

কার্টুন নিয়ে আরও একটি বই
(আফোন্সো দানিয়েল বি) কাস্তেলাও
জীবনের সাত-সতেরো : নির্বাচিত প্রসঙ্গ
গালিজার বিখ্যাত লেখক, শিল্পী ও কার্টুনিস্ট কাস্তেলাও-এর নির্বাচিত প্রায় এক শ' কার্টুনের সংকলন। সংশ্লিষ্ট লিখন মূল গালিসীয় পর্তুগিজ, ইংরেজি ও বাংলায়। ২২৫ টাকা

তখন কথা
এখন কথা

তখন কোথায় যেন প্রবীর আর আমি গিয়েছিলাম। কী কথা বলতে-বলতে কার্টুন নিয়ে কথা এল। আমার কার্টুন জমানোর কথা আর প্রবীরের কার্টুন ভালোবাসার কথা।

আমি তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কার্টুন জমাই। জমানোর টাকা পেয়েছি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ফর দি আর্টস, ব্যাঙ্গালোর থেকে। প্রবীর তখন 'একদিন' পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতার দায়িত্বে। ঠিক হল, পুরনো কার্টুন আবার ছাপানো এখনকার বিষয় মিলিয়ে।

জন্ম নিল কার্টুন সিরিজ 'তখন যেমন এখন তেমন'। মাসে দু'-বার, দুই রবিবার। পাক্ষিক কলাম। রবিবার আসার দিন-চারেক আগে প্রবীর মনে করিয়ে দেয়। আমি গত ক'-দিনের কাগজ পড়ে মাথায় যে-বিষয় আসে, তা নিয়ে কার্টুন খুঁজতে বসে পড়ি এবং আশ্চর্য, পেয়েও যাই। মাঝে-মাঝে অবাক হয়েছি, এখনকার এমন কোন বিষয় পাইনি, যা নিয়ে একটাও পুরনো কার্টুন নেই। চমকে গিয়েছি, কী ভাবে বিষয় ফিরে-ফিরে আসে। আগের কার্টুন এখনকার হয়ে যায়।

শুরু হয়েছিল ১৫ নভেম্বর, ২০০৯। শেষ হল ৮ এপ্রিল, ২০১২। আড়াই বছরের কাছাকাছি। এমন সময় এই কার্টুন বেরিয়েছে যখন 'দৈনিক প্রতিদিন'-এ অমল চক্রবর্তীর কার্টুন ছাড়া বাংলা সংবাদপত্রে আর কার্টুন বেরয় না, সাময়িকপত্রেও না। অথচ এক সময়ে অনেক বাংলা সংবাদপত্রে, অনেক বাংলা সাময়িকপত্রে কার্টুন বেরত। সেই সবখান থেকে নিয়েই এখনকার কার্টুন কলাম বানানো।

সুযোগ পেয়ে যাওয়া গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র সিংহ, চারুচন্দ্র রায়, কাফী খাঁ, রেবতীভূষণ, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, শৈল চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, কুট্টি, অহিভূষণ মালিক, প্রমথ সমাদ্দার, ওমিও, সুফি, হিমানীশ গোস্বামী— এঁদের আঁকা কার্টুন, 'বসন্তক' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বেরনো কার্টুন আবার দেখার।

এই কলাম বেরনোর মাঝেই চলে গেলেন কুট্টি, মারিও মিরান্দা, হিমানীশ গোস্বামী। আমাদের কলামে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো।

এই কলাম বেরনোর সময় খেয়াল করেছি কার্টুনের ফিরে আসা এখন, খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে, বইমেলায় বইয়ে। সম্পর্ক নিছকই কাকতালীয়, তবু ভালো লেগেছে।

শুরু এক বন্ধু প্রবীরকে দিয়ে, শেষ এক বন্ধু সন্দীপনকে দিয়ে, ছবি নিয়ে বইয়ের পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়ানো যার নেশা। আগেই বলে রেখেছিল কলাম শেষ হলে ওর কাজ শুরু।

বাংলা কার্টুন সংগ্রহে বাংলাদেশে গিয়েছি। বাংলাদেশে ভোরবেলায় অনেক কাগজ বেরোয়। তাতে অনেকের আঁকা অনেক কার্টুন থাকে। বাংলা কার্টুন নিয়ে বাংলাদেশের গর্ব, আর আমাদের নীরবতা। বাংলাদেশে বন্ধুরা মজা করে বলে, আপনারা হাসতে ভুলে গেছেন। কথাটা এক শ' ভাগ সত্যি নয়, 'তখন যেমন এখন তেমন' আড়াই বছর ধরে বানিয়ে আর এখন এই বই ছাপিয়ে বলা গেল, আমরাও হাসতে চাই।

সাম্প্রতিক কার্টুন কাণ্ড রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ঘটানোর আর এই বই বেরনোর সময়ের মিল ইচ্ছাকৃত নয়, হাস্যকৃত, এটাও বলা থাক।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
কলকাতা

তখন যেমন
এখন তেমন

এই কার্টুনটা ছাপা হয়েছিল ‘যুগান্তর’ কাগজে। তারিখ ১৭ জুন, ১৯৬৩। এঁকেছিলেন রেবতীভূষণ। এই নামেই কার্টুন আঁকতেন। কখনও কার্টুনে স্বাক্ষর দিতেন শুধুই ‘রে’। পুরো নাম রেবতীভূষণ ঘোষ। ‘পরশপাথর’ পত্রিকার বিশেষ কার্টুন সংখ্যায় (জুলাই, ২০০৭) রেবতীভূষণ লিখেছিলেন, ‘এখনকার কাগজে প্রচুর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে প্রচুর পয়সা, এই জন্য কার্টুনিস্টদের জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের সময়েও বিজ্ঞাপনে পয়সা ছিল। সেই সময়েও চার কলাম কার্টুন বেরোত। পত্রপত্রিকায় কার্টুন ছাপা হওয়াটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এতে সমাজচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা গুরুত্ব পায়। কিন্তু কাগজের লোকেরা সেটা আর করতে দিচ্ছে কোথায়? কার্টুনের জন্য জায়গা বরাদ্দ না করে সেটা অন্য ভাবে কাজে লাগালে তার থেকে টাকা তোলা যায়। তবে আমার মনে হয় আমাদের সময়ে কার্টুনের যে ঢেউ বাংলায় উঠেছিল তা এখন কমে এসেছে। সেই সময় কার্টুন নিয়ে আলোচনা হত। ভালো কার্টুনকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

‘কার্টুনের গুরুত্ব হারিয়ে গেছে— এ কথাটা সত্যি নয়। সমাজে তা হওয়াই উচিত নয়। কার্টুন শুধু হাসাবার জন্য নয়, ভাববার জন্য। কোন সভ্য সমাজে কার্টুন নিয়ে কোন আগ্রহই থাকবে না, এটা চিন্তাই করা যায়

না। কার্টুন ছাড়া সভ্য সমাজ ভাবা যায় না।'— রেবতীভূষণের এই ক'টি কথা স্মরণ করে 'তখন যেমন এখন তেমন' কার্টুন সিরিজ আরম্ভ হল। বাংলার কার্টুনিস্টদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

কার্টুনে আঁকা হয়েছে, একজন দরিদ্র আদিবাসীকে। যে রোগী-বওয়া মানুষটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার গায়ে রেবতীভূষণ লিখেছেন— 'দুর্গত পুরুলিয়া'। পুরুলিয়া আদিবাসী অঞ্চল। তখনও দুর্গত, এখনও। পুরুলিয়ার বদলে অনায়াসে বসিয়ে দেওয়া যায় অন্য-অন্য আদিবাসী অঞ্চল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, আরও সব জেলার আদিবাসী এলাকা। রেবতীভূষণ বিপরীতে এঁকেছেন তৎকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যদের। শরীরের আকারে, পোশাকে, মুখভঙ্গিতে বিপরীত আঁকা। বিপরীত দেখানো। মহিলা মন্ত্রীর হাতে ধরা শৌখিন ব্যাগের গায়ে রেবতীভূষণ লিখে দিয়েছেন 'ত্রাণমন্ত্রী'— ব্যঙ্গ করে। কার্টুন আঁকা এবং লেখাও। যে-ক'টি কথা রেবতীভূষণ ত্রাণমন্ত্রীর মুখে বসিয়েছেন— 'দুর্ভিক্ষ নয়, অন্নকষ্ট'— তা আমরা এখনও মন্ত্রীদের মুখে শুনি।

কার্টুনটায় একটা জরুরি অংশ আদিবাসী মানুষের গলায় 'খয়রাতি সাহায্যে'র মাদুলিটা, যা চকচক করছে। এখনও এমন খয়রাতি সাহায্যের কথা ঘোষিত হয়, যা মাদুলি হয়েই ঝোলে। আদিবাসীদের যে-অবস্থায় রাখা ছিল, এখনও, এই কার্টুনটি আঁকার সময় ধরে ৪৬ বছর পার করে একই অবস্থায়।

১৫ নভেম্বর, ২০০৯

কার্টুনটি ছাপা হয়েছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায়, ২৮ অগস্ট, ১৯৪৬। কলকাতায় তখন দু'টি ধর্মীয় গোষ্ঠী মুখোমুখি হয়েছিল বিরোধিতায়, সশস্ত্র সংঘাতে। নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'। দু'টি গোষ্ঠীকে হিংসায় বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থে।

থামানোর দায়িত্ব ছিল সরকারের। থামায়নি। সরকার ছিল একটি দলের সঙ্গে। পুলিশকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সংঘর্ষ থামতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনাটি নিয়ে কাফী খাঁ-র এই কার্টুন।

কার্টুনের জমি তিন ভাগে ভাগ করা। এক দিকে নিচে নিহত সাধারণ মানুষ। তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তায়। পরিচয়হীন, স্পষ্ট অবয়বহীন। অন্য দিকে নির্বিকার পুলিশ। নিশ্চলতার ছবি। কালো ধোঁয়া মৃতদেহের উপর থেকে উঠে যাচ্ছে। গায়ে লেখা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'— যে-নামে পরিচিত এই সংঘর্ষ। কার্টুনের জমির উপরভাগে সরকারি প্রতিষ্ঠান অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা। তার মাথায় সরকার-প্রধান। একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ। অন্য হাতে ঘোষণা-যন্ত্র। চিৎকার করছেন— ল অ্যান্ড অর্ডার! ল অ্যান্ড অর্ডার!! যাদের জন্য বলা, তারা মৃত, যাকে বলা যায় নিশ্চল। একই কার্টুনে শাসক, প্রশাসন আর শাসিতকে ধরা।

এই কার্টুন বর্তমানেরও। এখন দু'টি রাজনৈতিক দল এলাকা দখলের, দখল হয়ে হাতছাড়া এলাকা পুনর্দখলের সংগ্রামে, সশস্ত্র সংঘাতে, সন্ত্রাসে, হত্যায় মগ্ন। পুলিশ শাসকদলের পক্ষে, যা হয়। ফলে নিরপেক্ষ, নিশ্চল। সরকার-প্রধান অল ইন্ডিয়া রেডিওর বদলে অন্য প্রশাসনিক দফতর থেকে বলে যাচ্ছেন— ল অ্যান্ড অর্ডার! ল অ্যান্ড অর্ডার!!

ল বলতে ভয়াবহ আন-লফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট বা ইউএপিএ, অর্ডার বলতে নিজের দলের প্রতিষ্ঠা।

'কাফী খাঁ, অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী ব্যঙ্গচিত্রী হওয়ার আগে ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। বিশ্লেষণ করতেন সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা। তাঁর রেখায় কোন কষ্টকল্পনা ছিল না। নিখুঁত আলাপ ফুটে উঠত তাঁর ছবিতে। পাঠকের তা বুঝতে বা মানুষটিকে চিনে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হত না। ঐতিহ্যসম্পন্ন ছিল তাঁর রেখার টান। খুব বেশি ভাঙচুর বা অবয়ব-বিকৃতি ছিল তাঁর না-পসন্দ।' কাফী খাঁ-র আঁকা কার্টুন নিয়ে এ কথা লিখেছিলেন তাঁর এক সময়ের সহকর্মী কৃষ্ণ ধর, 'রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু' পত্রিকার 'শতবর্ষে কাফী খাঁ' সংখ্যায়।

২২ নভেম্বর, ২০০৯

কার্টুনটি এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমল সরকার তাঁর 'রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ' বইতে (১৯৮৬) লিখেছেন, 'বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসাবে গগনেন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। এক বা একাধিক রঙে আঁকা তাঁর কার্টুনগুলি তৎকালীন বঙ্গসমাজের দর্পণবিশেষ। সমাজের যেখানে অসঙ্গতি, যেখানে রোগ, সেখানেই দৃষ্টিপাত করেছিলেন তিনি।

'সামাজিক অসঙ্গতির সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রও আঁকেন গগনেন্দ্রনাথ। তাঁর রাজনীতি-আশ্রিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের সমসাময়িক ঘটনার চিত্রায়ণ। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, গগনেন্দ্রনাথ পেশাদার ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী ছিলেন না। ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে

খ্যাতি বা জীবিকা অর্জনের কোন উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। এ কারণে কোন সংবাদপত্র বা কোন ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও হয়নি। সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যেই এই বিচিত্র চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনুশীলন করেন। এ কারণে গগনেন্দ্রনাথ শৌখিন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রামানন্দ নিয়মিত গগনেন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক চিত্র দু'টি কাগজেই প্রকাশ করেছেন। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের বিচিত্র এই দিকটির সঙ্গে বাংলার সারস্বত সমাজের পরিচয় সাধনের দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। ব্যাঙ্গচিত্রগুলি প্রকাশ প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের জন্যে সেগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথাও উপলব্ধি করেন তিনি। কোন-কোন ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি নিজেই করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনের ব্যাখ্যা করেন 'প্রবাসী'তে।'

এই কার্টুনটি পেয়েছি 'দি হিউমারাস আর্ট অফ গগনেন্দ্রনাথ টেগোর' বইতে। প্রকাশক দি বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার। বইতে কার্টুনটির পরিচিতিতে লেখা আছে— বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ছবি এই কার্টুনে। ইংরেজ শাসকের ছবিটি সম্ভবত তৎকালীন বাংলার গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের। তাঁর হাতে শাসনের চাবুক। শাসকের বিশাল আকার আর শাসিতের ছোট শরীর আঁকায় প্রকাশিত শাসকের আপাত ক্ষমতা। কার্টুনটির নাম, 'প্রচণ্ড মমতা'।

চণ্ডী লাহিড়ী সম্পাদিত 'গগনেন্দ্রনাথ: কার্টুন ও স্কেচ' বইটিতেও (২০০৪) এটি ছাপা হয়েছে। সেখানে বলা আছে, কার্টুনটি প্রথম ছাপা হয়েছিল 'বার্ষিক বসুমতী'তে, ১৩৩৪ সালে। এই বইতে ছবিটির ব্যাখ্যা অন্য রকম। ব্যামফিল্ড ফুলার মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময়ে বন্দিদের ওপর প্রবল অত্যাচার করেন। ফুলারকে মারার সিদ্ধান্ত নেন বিপ্লবীরা। ফুলার বিবৃতি দেন— বিপ্লবীদের বাঁচানোর চেষ্টাই করা হয়েছিল।

কার্টুনটি কেন এখন আবার ছাপানো— এই কৈফিয়ত, মনে হয় দরকার নেই। খালি নামগুলো বদলে-বদলে নেওয়া। শাসকের, শাসকের হাতের অস্ত্রের।

২৯ নভেম্বর, ২০০৯

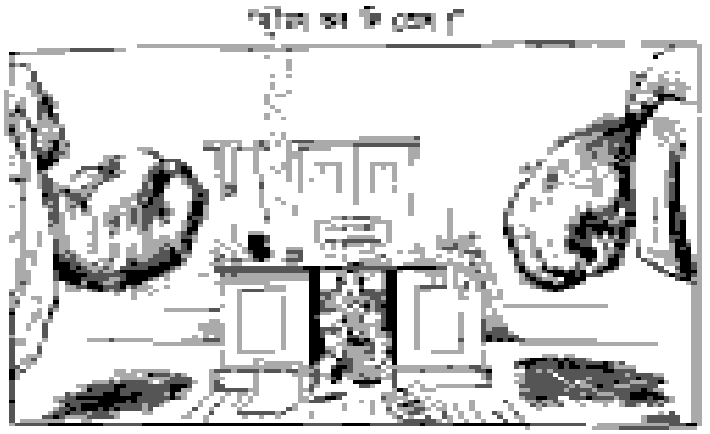

কার্টুনটি এঁকেছেন কাফী খাঁ। ছাপা হয়েছিল 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকায় ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০-এ।

কাফী খাঁর জন্মশতবর্ষ স্মরণ করে 'রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু' পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৪০৭-এ। তাতে উদ্যোক্তাদের তরফে 'আমাদের কথা'য় লেখা আছে— 'কার্টুন দর্শন আমাদের হাসায়, ভাবায়, ভুরুও কুঁচকে দেয় কখনও। সামাজিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, নানা অসঙ্গতিকে কশাঘাত করে কার্টুন। কার্টুনের মাধ্যমে পাওয়া যায় প্রতিবাদের ইঙ্গিত। বাংলা কার্টুনের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে যে-মানুষটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী। ব্যঙ্গচিত্রের জগতে যার বহুল পরিচিতি ছিল পিসিয়েল (Piciel) ও কাফী খাঁ নামে। বাংলা সংবাদপত্রে কার্টুনের আধুনিকত্ব বা সাবালকত্ব প্রাপ্তি তাঁরই হাতে হয়েছে।'

একই সংখ্যায় কৃষ্ণ ধরের লেখায় প্রকাশিত কাফী খাঁ-র কার্টুন নিয়ে আরও কয়েকটি কথা— 'কাফী খাঁ-র ব্যঙ্গচিত্র ছিল স্বয়ংসিদ্ধ। ছবির মর্ম বোঝাতে বিস্তারিত টীকা বা ক্যাপশনের প্রয়োজন হত না। ছবিতে তিনি বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা পছন্দ করতেন না। অনেক সময়ে সংবাদের একটি পঙ্‌ক্তি নিচে দেওয়া হত। অনেক সময়ে কোন কথাই দেওয়া হত না। কাফী খাঁ-র ছবিতে এক দিকে যেমন তার বৈদগ্ধ্য ফুটে উঠত, অন্য দিকে তেমনি বাংলার প্রবাদ-প্রবচন, লোককথার অনুষঙ্গ টেনে সহজ সহমর্মিতার ভাবটিও প্রকাশিত। কাফী খাঁ-র আঁকার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি চলচ্চিত্রের

ক্যামেরার ভঙ্গিটি হুবহু রূপায়িত করতে পারতেন। চলচ্চিত্রে যেমন লং শট, মিড শট, ক্লোজ আপ ইত্যাদি বিভিন্ন দূরত্বের ছবির কাঠামো পর্দায় ভেসে ওঠে, কাফী খাঁ-র তুলিতে ছবির বিভিন্ন মাত্রা ও তার দূরত্ব ও সান্নিধ্যের পরিমিতি পাঠকের চোখে প্রতিভাত হত অভ্রান্ত ভাবে।'

কাফী খাঁ-র এই কার্টুনটি যখন আঁকা, তখন ভারত পরাধীন। বিদেশি শাসক, বিদেশি সংস্থা এবং বিদেশিদের পক্ষে থাকা স্বদেশি সংস্থা, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সাংবাদিকের ভূমিকার সমালোচনা, সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা শাসকের সহযোগীদের। ক্ষোভে ক্ষমতা প্রদর্শন। আইনে, আইনের বাইরে। দু'দিকে দু'টি হাত ঘুসি পাকানোর ঢঙে, অন্য হাত আস্তিন গোটানো মারকুটে ঢঙে। এক হাতে লেখা 'সরকারি', অন্য হাতে লেখা 'বেসরকারি'। একটা হাত উপর দিকে মুঠো করে, অন্য হাত নিচের দিকে মুঠো করা। সম্পাদককে দেখে নেওয়া— সম্পাদক টেবিলের নিচে, সামনে মাটিতে পড়ে খোলা কলম, কাগজের ওপর লেখা 'সম্পাদকীয়'।

এই ছবি সব সময়ের। স্বাধীনতার পরেও। তবে সবার বেলায় নয়, কোন-কোন সময় কোন-কোন সম্পাদক ভয় পাননি। টেবিলের নিচে না-লুকিয়ে সম্পাদক লেখা চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসেছিলেন। কলম মাটিতে নয়, হাতে।

৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। সেই দিনটির কথা মনে রেখে কার্টুনটি ছাপানো আবার। মানবাধিকার দিবস আমাদের অধিকার সব মনে করিয়ে দেবার জন্য। এবং আমাদের অধিকার রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে, তা খেয়াল করিয়ে দেবার জন্যও। কার্টুনটি এঁকেছেন চণ্ডী লাহিড়ী। কার্টুন-শিল্পে বিখ্যাত নাম। পশ্চিম বাংলার সংগঠন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি প্রকাশিত 'পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু' পুস্তকটিতে চণ্ডী লাহিড়ীর এই কার্টুনটি ছাপানো হয়। বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই কার্টুনটিকে সারা পৃথিবীর লক আপ-এ অত্যাচার ও হত্যার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আমরা কার্টুনটি পেয়েছি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির 'গণতান্ত্রিক অধিকার' পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যায়। পত্রিকার এই সংখ্যায় যে-যে বিষয় অলোচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে কার্টুনটির মিল রয়েছে। বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে আমাদের মনে করা, মনে করিয়ে দেওয়া। কার্টুনটির ক্যাপশন— 'লক-আপে আত্মহত্যা!' লক-আপে আত্মহত্যা বিষয়ে অধিকার সংগঠনদের তরফে তদন্তে দেখা গেছে, যাদের ধরে আনা হয়, লক-আপে

পুলিশের অত্যাচারে তারা মারা যান। পুলিশের অত্যাচারে মারা যাওয়া পুলিশের পক্ষে বেআইনি কাজ। বে-আইন ঢাকতে পুলিশের তরফে জানানো হয়, বন্দি আত্মহত্যা করেছে। পরে নানান প্রমাণ থেকে দেখা যায় আত্মহত্যা নয়, মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু রটিয়ে দেওয়া হয় যে আত্মহত্যা।

কার্টুনের জমি তিন ভাগে ভাগ করা। অত্যাচারী পুলিশ, হাতে রিভলবার, আত্মহত্যার দড়ি তার হাতে। মাঝখানে আত্মহত্যা বলে প্রচার করা, আসলে অত্যাচারে নিহত সাধারণ মানুষ, তার গলায় দড়ি। আর একজন সাংবাদিক, হাতে কাগজ-কলম পুলিশের বয়ান লিখে নিচ্ছেন, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

চণ্ডী লাহিড়ী পুলিশের চেহারা, আর ধরে নিয়ে এসে মেরে ফেলা সাধারণ মানুষের চেহারা এঁকেছেন পার্থক্য দেখিয়ে। এই কার্টুনে আঁকা ঘটনা তখনও সত্যি, এখনও সত্যি। এ বাংলায় সরকার বদলে যায়, পুলিশ বদলায় না, লক-আপে আত্মহত্যার গল্প বদলায় না। পুলিশের কথা সরকারের মেনে নেওয়া, সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া বদলায় না। শুধু বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আমাদের খেয়াল করিয়ে দেয়।

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯